দৈনিক বাংলা

30

তারিখ 07 APR 1989

পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বাংলা বিভাগের পুনর্মিলনী উৎসব—

(স্টাফ রিপোর্টার)

স্মৃতিচারণ গান কবিতা, নাটক বই, কম্পিউটার, প্রদর্শনী আড্ডা উৎসবমুখর, প্রাণচঞ্চল এক পরিবেশে গতকাল জাতীয় যাদুঘরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রথম পুনর্মিলনী উৎসব। নতুন-পুরনোর সম্মি-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

পুনর্মিলনী উৎসব

(১ম পৃঃ পর)

লনের আয়োজন বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার ৬৮ বছরে এটাই প্রথম।

জাতীয় যাদুঘরের বিশাল মিলনায়তন ছিল পূর্ণ। পুরানো-নতুন মিলিয়ে এগারো শ'রও বেশী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা যোগ দেন এই উৎসবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসব উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী পর্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষা বেগম আজিজুননেসা, অধ্যক্ষ ইদরিস মিয়া, অধ্যক্ষ সৈয়দ হেশামুদ্দিন আহমদ। বৃটিশ কবি ও মাইকেল গবেষক ডঃ উইলিয়াম র‍্যাডিচি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন পুনর্মিলনী উৎসব প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ।

ব্যাজ পরানো ও মিষ্টিমুখ করানোর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী পর্বের প্রধান অতিথি ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান তার ভাষণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের গৌরবোজ্জ্বল অবদান ও ভূমিকার কথা স্মরণ করেন।

স্মৃতিচারণায় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বৃন্দ তাদের সময়কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, দেশ-সমাজের পটভূমি বিভাগকেন্দ্রিক স্মৃতির আয়না মেলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে রবীন্দ্র, মাইকেল অনুবাদক বৃটিশ কবি উইলিয়াম র‍্যাডিচি বাংলায় প্রদত্ত ভাষণে ইংল্যান্ডে বাংলা ভাষা চর্চার সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

সকাল থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি পর্যন্ত একটানা স্মৃতিচারণ পর্ব চলে। এর ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশিত হয় গান, কবিতা, একাঙ্ক নাটক। স্মৃতিচারণায় বক্তারা নিজেদের সময়কার পরিবেশ, চমকপ্রদ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। যেমন সহপাঠী ছেলে-মেয়েরা কোন সময় থেকে পরস্পরকে 'তুমি' সম্বোধন করল, তাদের সময় প্রথম শিক্ষা সফর হল, ইত্যাদি নানা মজাদার ঘটনার কথা উঠে এসেছে নানা সময়ের ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণায়।

স্মৃতিচারণ পর্বে অংশ নেন অধ্যক্ষা হাসনা বেগম, ডঃ জহরুল হক, সর্বজনাব মিন্নাত আলী, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, শামসুজ্জামান খান, ফেরদৌসী মজুমদার, ফকির আশরাফ, খোরশেদী আলম, শওকত আনোয়ার, আজিজুর রহমান আজিজ প্রমুখ।

স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সর্বজনাব হুমায়ুন আজাদ রফিক আজাদ, মাহবুব তালুকদার, ফারুক আলমগীর মোহন রায়হান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে দুটি সমিতির আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ বাংলা শিক্ষক গবেষক পরিষদ-এর আহবায়ক করা হয়েছে প্রফেসর ওয়াকিল আহমদকে। বাংলা বিভাগ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সমিতির আহবায়ক হয়েছেন প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ।

এই উপলক্ষে প্রাচীন বাংলা পান্ডুলিপি সংবলিত একটি পোস্টার ও একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নানা স্মৃতিতে উদ্বেল এই উৎসবে যোগ দিতে অনেকে এসেছেন রাজধানীর বাইরে থেকেও।